|  |
| --- |
| **অধ্যায়-১০****শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৯.৭ শতাংশ শিশু (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১ অনুযায়ী)। শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্রই নয়, বরং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও সুরক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক সেবা থেকে বঞ্চিত। এই শিশুদেরকে সমতা ও বৈষম্যহীন পরিবেশে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত। Child Labour Survey Bangladesh 2013 অনুযায়ী দেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ১.৭০ মিলিয়ন এর মধ্যে ১.২৮ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশের সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নে কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর ৮নং লক্ষ্যের ৮.৭ লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসরণ করে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে কারখানাসমূহ পরিদর্শন করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং শিশু শ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

**২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ**

শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

| **জাতীয়নীতি/কৌশল** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| * **জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এবং শ্রম আইন, ২০০৬**
* **গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫**
* জাতীয় পেশাগত স্বাস্হ্য ও সেফটি নীতিমালা, ২০১২
* শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) অনুসারে ধারা ২(৬৩) এ বলা হয়েছে “শিশু অর্থ ১৪ বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি”
 | * **ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য এ পর্যন্ত ৪ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।**
* **নিয়মিত শিশুশ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং এবং যেসকল শিল্পে শিশুদেরকে শ্রমে নিযুক্ত করা হয়েছে সেসকল শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫ সন হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত বিষয়ে ১৮৮টি মামলা হয়েছে যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৫১টি।**
* **শিশুদের জন্য ৩৮ টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮ টি সেক্টরের মধ্যে ১১টি সেক্টরকে (অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, সাবান, প্লাস্টিক, কাচঁ, স্টোনক্রাসিং, স্পিনিং, সিল্ক, ট্যানারি, শীপব্রেকিং, তাঁত) শিশুশ্রম নিরসনে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জন্য নতুন ১৭ টি সেক্টর নির্ধারণ করা হয়েছে।**
* **শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে “ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪র্থ পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।**
* **কর্মজীবী শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।**
* শ্রমজীবী শিশুদের অভিভাবকদের দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে বের করে আনার জন্য বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।
* **শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট বাস্তবমুখী আইন প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে এ আইনকে কার্যকরী করা হয়েছে।**
* **শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে শিশুর পিতামাতা, সাধারণ জনগণ এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সেক্টর ভিত্তিক/কারখানা ভিত্তিক মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/মতবিনিময় সভা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা হচ্ছে, প্রয়োজনে আইনানুগ নোটিশ প্রদান এবং শ্রম আদালতে মামলা করা হচ্ছে।**
* **শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী কারখানায় কর্মরত মা শ্রমিকের শিশুদের শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।**
* **গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫-এর মাধ্যমে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।**
* **কর্মজীবী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার জন্য জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (**NCLWC**) গঠন করা এবং এর মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহের** **শিশুশ্রম বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়।**
* জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০ ও গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ বাস্তবায়নে ‘জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ’, ‘বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ’ ও ‘জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি’ কর্তৃক সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজনে মোট ৪০.০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
* **জাতীয় পেশাগত স্বাস্হ্য ও সেফটি নীতিমালা, ২০১২ এর মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।**
* **২০০৯ সনে শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ে “শিশুশ্রম শাখা” প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি দেশের শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক সকল নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।**
* **শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম এবং সচেতনতামূলক ভিডিও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে।**
 |
| * **সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা** (SDG) **এর প্রেক্ষাপটে গৃহীত পদক্ষেপ ।**
 | **সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশুশ্রম নিরসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।*** **শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করা;**
* **সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনের মাধ্যমে শিশুর জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা;**
* **শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন প্রোগ্রাম /প্রকল্প গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে;**
* **সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (**SDG**) এর আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসন করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হতে সরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।**
 |

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

**বিগত তিন বছরে শ্রম ও কর্সংস্হান মন্ত্রণালয়ে শিশু সুরক্ষায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।**

* **বাংলাদেশে শিশুশ্রমের ব্যাপকতা হ্রাস করার নিমিত্তে আইএলও আইপেক প্রোগ্রামের অধীনে ৯১টি এ্যাকশন প্রোগ্রাম আইএলও বাংলাদেশ এবং শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শিশুদের জন্য ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে;**
* **বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার শিশুকে উপানুষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুকে কর্মমুখী ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হতে সরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;**
* **শিশুশ্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল ৯৯৩-তে উন্নীত করা হয়েছে;**
* কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠানে ৭৬৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
* **রাজস্ব বাজেটের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের শ্রম উইং এর তত্ত্বাবধানে একটি শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;**
* **২০১৭-১৮ অর্থবছর পযন্ত ৩৭৫টি শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে;**
* **শ্রম অধিদপ্তরের শিশু সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি চাইল্ড কেয়ার স্থাপন করা হয়েছে।**

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

**সারণি-১২: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়েরবাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট |  | 3.13 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 1.15 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 1.98 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 0.35 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 0.13 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 0.22 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হারে) |  | 18.13 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হারে) |  | 0.01 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে) |  | 0.06 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হারে) |  | 0.00 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে) |  | 0.01 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে) |  | **11.18** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

৫.০ **উত্তম চর্চা**

|  |
| --- |
| **“স্বাবলম্বী ফারজানা”**দুঃখ, কষ্ট আর বাস্তবতার সাথে লড়াই করে কাটছিল ফারজানা ও তাদের পরিবারের জীবন সংসার । ওদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন, ফারজানার বাবা-মা হুমায়ূন ও মাজেদা এবং ফারজানার তিন ভাই। ওরা বসবাস করতো ঢাকা শহরের লালবাগ শহীদনগর ৩ নং গলির একটি বাড়িতে। বাবা একটি সামান্য দোকানে কাজ করে যে অর্থ উর্পাজন করতো তাতে তাদের বাসা ভাড়া দিয়ে তিন বেলা খাবার ঠিক মত জুটতনা, শিক্ষা গ্রহনের কোন সুযোগ ছিল না। সময়টা ছিল অক্টোবর, ২০০৬। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ফারজানাকে নির্বাচিত করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে এ সুযোগ পেয়ে ফারজানা লালবাগ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রের মাধ্যমে ***উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ*** গ্রহণ করেন । ফারজানার বয়স এখন ২০ বছর এবং ফারজানার বাবা হুমায়ুন অসুস্থ। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত টেইলারিং এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে লালবাগের শহীদ নগর এলাকার ২ নং গলিতে ফারজানা টেইলারিংয়ের দোকান দেয়। এখন সে নিজে সেলাই-এর কাজ করে অর্থ উর্পাজন করে তার পুরো সংসার এবং তার ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছে। এখন তাদের সংসারে কোন অভাব অনটন নেই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারগিরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এরকম অনেক ফারজানার জীবনে পরিবর্তন এসেছে। |

**৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ**

* **জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এবং শ্রম আইন, ২০০৬ এর আলোকে নীতি, আইন, বিধি বা বাস্তবায়নের সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা করা প্রয়োজন;**
* **শিশুশ্রম নিরসনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ দিতে হবে;**
* **শিশুশ্রম নিরসনের জন্য অভিভাবক ও তার পরিবারের সচেতনতার অভাব রয়েছে;**
* **শিশু বাজেট বা শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কীত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয় সাধন।**

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা | * প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ (ত্রিশ) হাজার শিশুকে মাসিক ১০০০ (এক হাজার) টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান;
* ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ৩০ (ত্রিশ) হাজার শিশুকে ৬ মাস মেয়াদি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান এবং ৪ মাস মেয়াদি কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা;
* শিশুশ্রম নিরসনে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা;
* মিডিয়াতে শিশুশ্রমের বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রচার প্রচারণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;
* শিশুশ্রম নিরসনের জন্য গঠিত “জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ”, “বিভাগীয় শিশুশ্রম কলাণ পরিষদ”, “জেলা শিশু অধিকার ফোরাম” এবং “উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি”র মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শিশুশ্রম নিরসনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।
 |

৮.০ উপসংহার

শিশুশ্রম নিরসন করে “শিশু সুরক্ষার অধিকার” প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। অভিভাবক, কারখানার মালিক শ্রমিকসহ সকল জনগোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে শিশুশ্রম মুক্ত একটি দেশ হিসাবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে এ মন্ত্রণালয়। তবে, সরাসরি শিশুশ্রম প্রতিরোধের জন্য সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক কোন কার্যক্রম বা প্রকল্প এ মন্ত্রণালয়ের নেই। জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালার আলোকে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনের নিমিত্তশ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং গৃহিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকরভাবে বাজেট ব্যবস্থাপনা করা হবে।